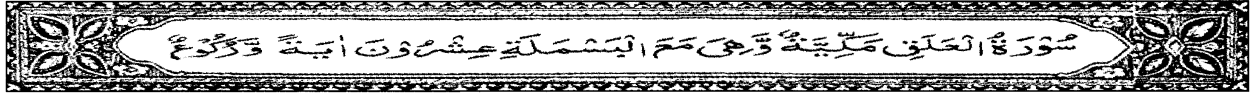


সূরা আল্ 'আলাক্-৯৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ কাল ও প্রসঙ্গ

সর্বস্বীকৃত অভিমত হলো, এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন বিশ্ব-নবী (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ্ তাআলার প্রথম বাণী, যা হিজরতের ১৩ বৎসর পূর্বে ৬১০ খৃষ্টাব্দের রমযান মাসের এক রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই 'সৌভাগ্য-রজনীতে' মহানবী (সাঃ) যখন গুহার মেঝেতে অনন্তের ধ্যানে একেবারে তন্ময় তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়ে তাঁর হৃদয় কন্দরে গ্রথিত হয়ে যায়। এ আয়াতগুলো আল্লাহ্ তাআলার করুণার প্রথম নিদর্শন যার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রিয় দাসকে আশীষ মণ্ডিত করলেন (কাসীর)। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র আছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হয়েছে, আবহমান কাল থেকেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী-রসূলগণকে পাঠিয়ে আসছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করে আসছেন। প্রথমে এলেন হযরত আদম (আঃ), তৎপর হযরত নূহ (আঃ)। এরপর ক্রমাগতভাবে বহু নবী আগমনের পর ইসরাঈলীগণের সর্বাপেক্ষা বড় নবী হযরত মুসা (আঃ) এলেন। আর অবশেষে এলেন খাতামুননবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এ সূরাতে বলা হয়েছে, মানুষের জন্ম যেক্ষেপে ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতার ফল, তার আধ্যাত্মিক উন্নতিও তেমনি ক্রমোন্নয়ন ধারার ফল। যে সকল নবীর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সূরাতে দেয়া হয়েছে, তাঁরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছিলেন। আর মহানবী (সাঃ) তাঁর ব্যক্তি-সত্তায় পূর্ণতম ও চরমতম আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠতম নমুনা।



সূরা আল্ ‘আলাক্-৯৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২০ আয়াত এবং ১ রুকু

১। *আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। তুমি পড়^{৩৩৬} তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ②

★ ৩। তিনি সৃষ্টি করেছেন^{৩৩৭} মানুষকে এক *আঁঠালো রক্তপিড থেকে।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ③

★ ৪। তুমি পড়। কেননা তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম সম্মানিত^{৩৩৮},

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ④

★ ৫। যিনি কলমের মাধ্যমে শিখিয়েছেন^{৩৩৯}।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ⑤

৬। তিনি *মানুষকে তা শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑥

৭। সাবধান! মানুষ নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন করছে।

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٍ ⑦

৮। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

أَن رَّاهُ اسْتَكْبَرُ ⑧

দেখুনঃ ক.১ঃ১ খ. ২৩ঃ১৫; ৪০ঃ৬৮; ৭৫ঃ৩৯ গ. ৪ঃ১১৪; ৫ঃ৫৫।

৩৩৬। ‘ইকরা’ অর্থ পড়, আবৃত্তি কর, অন্যের কাছে বহন কর, ঘোষণা কর, সংগ্রহ কর ইত্যাদি। এসব অর্থের সম্মিলিত তাৎপর্য হলোঃ কুরআন করীম বহুলভাবে পঠিত ও প্রচারিত হবে, একত্রে সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থে পরিণত হবে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হবে। সৃষ্টিকর্তাকে এখানে ‘রব্ব’ (প্রভু, প্রতিপালক, রক্ষাকর্তা ও পরিবর্ধনকারী) নামে অভিহিত করার মাঝে এ তাৎপর্য রয়েছে, মানুষের নৈতিক উন্নতি ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে বেড়ে মহানবী (সাঃ) এর আগমানে পূর্ণত্ব ও চরমত্ব লাভ করেছে।

৩৩৭। এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, মানব-প্রকৃতিতে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা প্রোথিত রয়েছে। সে কারণে এটাই স্বাভাবিক যে এমন কেউ নিশ্চয়ই হবে যার মধ্যে এ ভালবাসার স্বাভাবিক গুণটি চরমাকারে ও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে। তিনিই হলেন বিশ্বনবী (সাঃ) যিনি তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে দেহ-মন ও হৃদয়-আত্মা দিয়ে ভালবেসেছেন; তাঁর প্রতিটি শিরা-উপশিরা, প্রতিটি রক্তকণিকা, প্রতিটি অণু-পরমাণু এ ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। ‘ইনসান’ শব্দটি সাধারণভাবে মানুষকে বুঝালেও এ আয়াতে ‘পূর্ণতম মানব’ মহানবী (সাঃ)কে বুঝিয়েছে।

৩৩৮। কুরআন যত বেশি বেশি পঠিত ও প্রচারিত হবে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা এবং মানবতার সম্মান ও মর্যাদা বিশ্বে তত বেশি স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

৩৩৯। এ আয়াতে এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলে মনে হয় যে ‘কলম’ বিশ্ব-সভ্যতার ধারক-বাহক রূপে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন কলমের দ্বারা লিখিত আকার প্রাপ্ত হয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষিত ও হস্তক্ষেপমুক্ত রয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কুরআন-বাহিত ঐশী গুণ্ড তত্ত্বাবলী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চায় কুরআনের উৎসাহ দান ইত্যাদি সভ্যতা-উদ্দীপক কর্মকাণ্ডে কলমই রেখেছে সর্বাধিক অবদান। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে, কুরআনের মত গ্রন্থ যা এমন এক জাতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল যারা না জানতো কলমের মূল্য, না জানতো কলমের তেমন একটা ব্যবহার এবং যা এমন একজন মানুষের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল যিনি স্বয়ং লেখা-পড়া জানতেন না, সেই কুরআনে বার বার ‘কলমের’ উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। নিশ্চয় ^৯তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

إِنِّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝٩

১০। তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে ^{১০}বাধা দেয়

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝١٠

১১। এক মহান বান্দাকে^{১১} যখন সে নামায পড়ে?

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝١١

★ ১২। সাবধান! সে হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝١٢

★ ১৩। অথবা সে তাকওয়ার নির্দেশ দিলেও (কি তাকে বাধা দিবে)?

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝١٣

★ ১৪। সে ব্যক্তি যদি (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখ ফিরিয়ে রাখে (সেক্ষেত্রে) তুমি কি ভেবে দেখেছ (তার পরিণতি কি হবে)?

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٤

★ ১৫। আল্লাহ্ যে দেখছেন তা কি সে অনুধাবন করে না?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝١٥

★ ১৬। সাবধান! সে বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তার কপালের ঝুঁটি ধরে টানবো^{১৬}।

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۖ لَنَسْفَعًا
بِالنَّاصِيَةِ ۝١٦

★ ১৭। (আর তা হলো) এক মিথ্যা (ও) পাপীষ্ঠ কপালের ঝুঁটি।

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٧

★ ১৮। এরপর সে (অর্থাৎ কাফির) তার ঘনিষ্ঠ সাক্ষপাঙ্গকে ডেকে আনুক

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝١٨

১৯। (এবং) আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশ্তাদের ডেকে আনবো^{১৯} (যারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে)।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٩

২০। সাবধান! তুমি তার আনুগত্য করো না। বরং তুমি [২০]সিজদায় অবনত হও এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হও^{২০} থাক।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝٢٠

দেখুন : ক. ২১ঃ৩৬; ৫৩ঃ৪৩ খ. ২ঃ১১৫; ৭২ঃ২০।

৩৩ঃ১০। প্রত্যেক প্রার্থনাকারী মুসলমানের কথাই বুঝিয়েছে, বিশেষভাবে বিশ্ব-নবী (সাঃ)কে।

৩৩ঃ১১। ১০ থেকে ১৮নং আয়াত প্রত্যেক উদ্ধত ও নিষ্ঠুর কাফিরের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও কিছুসংখ্যক তফসীরকার এ আয়াতগুলোকে তৎকালীন মক্কার কুরাইশ নেতা আবু জাহলের প্রতি নির্দিষ্টভাবে আরোপ করেছেন। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে উত্যক্ত করা, প্রতিটি কাজে বাধা দেয়া ও নির্যাতন করার ব্যাপারে সে ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। তার হুকুমে ইসলামে দীক্ষিত কয়েকজন কৃতদাসকে মাথার চুল ধরে মক্কার রাস্তায় টেনে নেয়া হতো। বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয়ের পর আবু জাহলসহ মৃত কুরাইশ নেতাদেরকে অনুরূপভাবে চুল ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গর্তে প্রোথিত করা হয়। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে অসহায়, দুর্বল, অল্প সংখ্যক মুসলমানকে যে ভীষণ নির্যাতন করা হয়েছিল, এটা ছিল তার যথাযোগ্য শাস্তি।

৩৩ঃ১২। ‘যাবানিয়া’ অর্থ অস্ত্রধারী কর্মকর্তা বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা দোষখের দ্বাররক্ষী ফিরিশ্তা, শাস্তিদানের ফিরিশ্তা (লেইন)।